মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

নাছিমা বেগম, এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ডি ও নং- এনএইচআরসিবি/চেয়ার/৪১৯/১৬- ডি ও- ৮৮

তারিখঃ ০৮ চৈত্র ১৪২৬
২২ মার্চ ২০১৯

আপনি অবগত আছেন যে, সম্প্রতি সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মাহামারী আকার ধারণ করায় বিভিন্ন দেশে লকডাউন, কারফিউ জারি, অফিস আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ১১ মার্চ, ২০২০ তারিখ করোনা কে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী এই রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। করোনা বিস্তার রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা, জনসমাবেশ নিষিদ্ধকরণ, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনসহ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে কমিশন মনে করে।

তবে কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকজন কোয়্যারেন্টাইন মানছেনা। এছাড়াও, গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, আগামী দুই-তিন সপ্তাহ দেশের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক সময়। এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিকভাবে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশে এই রোগ সঠিকভাবে শনাক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় ইতিমধ্যে কতজন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। পারস্পরিক সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ব্যাপকহারে ছড়ানোর আশংকা থাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক মর্মে কমিশন মনে করে-

- সরকারি-বেসরকারি অত্যাবশ্যকীয় দপ্তরসমূহের অতিপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালু রেখে অন্যান্য দপ্তরসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে বা সীমিত আকারে চালু রাখা বা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা;
- গণপরিবহন, হাট-বাজার, জনসমাগম স্থলে বাধ্যতামূলকভাবে জীবানুনাশক ব্যবহার করা;
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে রাখা;
- যেসকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকে আগতদের কোয়ারেন্টাইনে/ আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে সেসকল স্থানে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষাসহ পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা;
- করোনা শনাক্তকরণ কীটের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- জনগণ যাতে আতঙ্কগ্রস্থ না হয় এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নির্দেশিত স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন অনুসরণ করে সে লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ভাসমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও চিকিৎসা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা/ পণ্য মজুদ করার প্রবণতা রোধ করা।

উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

নাছিমা বেগম, এনডিসি

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার